দৈনিক বা

তারিখ ... 22/10/79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য বেতন স্কেল তৈরির দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আহ্বায়ক সংসদ সদস্য মওলানা আবদুল মান্নান বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ও চাকরিবিধি প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন।

রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে দাবী পূরণের কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়া হলে আগামী ১২ ও ১৩ই নবেম্বর তাঁরা সকল স্কুল কলেজ এবং মাদ্রাসায় প্রতীক ধর্মঘট পালন করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের যুগ্ম-আহ্বায়ক অধ্যাপক এম শরীফুল ইসলাম ও জনাব আবদুল খালেক, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এম খলিলুর রহমান প্রমুখ।

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষক

(১ম পৃঃ পর)

অধ্যাপক শরীফুল ইসলাম ফেডারেশনের আহ্বায়কের পক্ষ হতে লিখিত প্রতিবেদনটি সাংবাদিক সম্মেলনে পাঠ করেন।

মওলানা মান্নান তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রবর্তন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, ইউনেস্কো, আইএলওর সুপারিশের আলোকে শিক্ষকদের জন্য চাকরিবিধি প্রণয়নসহ অন্যান্য দাবী নিয়ে ফেডারেশনের পক্ষ হতে গত ১৯৭৮-এর অক্টোবর মাসে সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। অনেক আলোচনার পর দাবীগুলোর যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে এগুলো বাস্তবায়ন সম্পর্কে ফেডারেশনের সাথে সরকার একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

১৯৭৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর চুক্তির বিষয়বস্তুসমূহ প্রেসনোটের আকারে প্রকাশও করা হয়। চলতি বছরের ৩১শে মার্চ ও ৩০শে জুনের মধ্যে যথাক্রমে চাকরিবিধি ও বেতন স্কেল বাস্তবায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট সরকারী প্রতিশ্রুতি ছিল চুক্তিতে।

ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য হিসেবে তাঁর নেতৃত্বাধীন শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সরকারের কোন কাজের প্রতিবাদে আন্দোলন করলে তা সরকার বিরোধী হবে কিনা জানতে চাইলে মওলানা মান্নান বলেন যে, এজন্য সরকারই দায়ী হবেন।

তিনি আরো বলেন, আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য সরকার উৎখাত করা নয়, দাবী আদায় করা। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আহ্বায়ক হিসেবে সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করাকে দলীয় শৃংখলাবিরোধী কাজ বলে তাঁর দল মনে করবে না। তিনি বলেন, সরকারের ভুল হলে তার সমালোচনা আত্মসমালোচনা হওয়া উচিত।